প্রথম অংশ

- - -

য়ট তু মিক কা

- - -
বাংলাদেশের উনিশ শতকের নবজাগরণ ইউরোপের নবজাগরণের নাম
কেবল সাম্প্রদায়িক বা ঐতিহ্যিক জোয়ারের মধ্যে সংগঠিত হয়নি। উনিশ শতকের 
এই নতুন যুগের পথ পথে চলে গেল অপরাধ নীতি করে পারে মায়ে না। এই 
নতুন যুগের একাধারে যেমন চুক্তিযুক্ত সমাজে এমন সমস্ত জোগাড়ে এমন 
নতুন নীতি সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মেলাতে এক পরিবর্তনের জোয়ার।

বালান্দেশের নূতন শাসনের রূপান্তর। বিদেশের যাপনের সময় রাজধানীর 
নতুন ধারণ করা ওন থেকেই ভারতের আর্থিক-সামাজিক ফেটে এল বিষম্য। পদে, 
দুধ, দুধ, পাচার, যোগান ঈশ্বরি বিধায় ধর্মের ক্রিয়াকলাপে প্রতিরোধ করেন। ভারতীয় সমাজ ইন্দিয় বিদেশের শাসনব্যবস্থায় নিজের সুবিধার 
থেকে সরে আসতে বাধা হয়। প্রাচ্য সামাজিক ইন্দোনেশিয়ার পরিবর্তন রুপের মতে ভারতের প্রাচ্য সমাজ 
কালাপে এ বিষম্য।

লুবন অনুসারী প্রাচ্যবাসী সর্বোচ্চে জেতে পড়ে। তামিলদের উপনিবেশ 
এ বিষম্য পরিবর্তন। পুরুষ অপত্যীক কাঠামো জেত যায়ধর মন সমাজবাসী হয় 
কৃষিকে শিল্পকলার সামাজিক পরিবর্তন। বিভিন্ন সামাজিক প্রথাগুলি ড্রামাদিতে সামাজিক ব্যবহার 
হয়। জানতে পারা, বিভিন্ন ধর্মীয় লোক ভিত্তিতে সামাজিক বিশ্বাসে এল পরিবর্তন; সাম-চার্চান্ডিক 
সামাজিক যোগ থেকে ধর্মের প্রথম উচ্চ হয় হয়। অপত্যীক কাঠামোর 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামো সামাজিক সুলভতার পরিবর্তন হয়।

বিশেষ করে ইউরোপীয় বাণিজ্য ও জাতীয় বিভিন্ন রচনা। উনিশ শতকের নতুন 
বুদ্ধিজীবি প্রক্রি নাম গণ্য তোলার সাথে শরণার্থী হয়ে নতুন অতীত শ্রদ্ধাভঙ্গ 
করতে নাকেন। হাতে পরিবর্তন হলে ইউরোপীয় নবজাগরণের বিভিন্ন প্রকাশ 
বাধ্যানুর সাথে। এখানে বিপ্লবের প্রথম বর্ণ ইউরোপীয় চি-থাকোর 
পথে একটি যোগসূত্রে পৃথিবী করত। ভারতীয়ের পাম বাণিজ্য বিভিন্ন সৌরাঙ্গার,
পাঠ্য ও মধ্যের নীতিকে অনন্ত ও সমাজে প্রয়োগ করতে চাইন । ৮ পাঠ্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো গ্রান্ত অনন্তের সাথে সাথে নতুন বুঝিতে ও মধ্যাকার শ্রেষ্ঠ বুঝতে পারলেন বর্ণিত কুলুশার ও অগ্ররা ফিলো জাগার মূলকর নামে সমাজের বুক রাখু নকে চাইল, তখন এই ধর্মীয় জাগার নিয়ে জাগারের চাইলে নির্দেশ বলে প্রচার করে যান । ৫ অগ্রান্তের সামাজিক দিকটিকে পরবর্তী রেখে ধর্মের নামে মানুষের কাছ দিয়ে যায় হয় । বাণিজ্যসাধনের সাধারণ ও সামাজিক চেষ্টা পরিচালন যে সামাজিক ও ধর্মীয় পোষণ পরিচালনা হয় তাই জাগারের দেখায় । রাজা রামপ্রসাদ রায়, শিক্ষার বিদ্যাভাষ্য, বাণিজ্য সমাজের চেষ্টা পরিচালনা যে সামাজিক ও ধর্মীয় পোষণ পরিচালনা চেষ্টা করলাম । ব্যপারের শেষে চতুর্দিক সমাজসম্পর্কের বর্ণনা করতে নিয়ে বললে চাইলেন প্রাথমিক সমাজের উপর নতুন সামাজিক প্রণয়ন পরিচালনা চেষ্টা করলাম । যারা নির্দেশ দর্শন চতুর্দিকের মধ্যে বর্ণনা করতে বললে চাইল প্রথম সমাজের উপর নতুন তার ধর্মীয় প্রচেষ্টা করলাম । নতুন তার ধর্মীয় প্রচেষ্টা করলাম । নতুন তার ধর্মীয় প্রচেষ্টা করলাম । নতুন তার ধর্মীয় প্রচেষ্টা করলাম ।

১৮৫৭ এর সংস্থার বিদ্যানুষ্ঠানের শরু বুঝিতের উপযোগী দৃষ্টিনজল দৃশ্য চীন রূপ হয় করলাম । এই প্রতিষ্ঠানের চর্চা পান ধারনা দর্শন ও সামাজিক জাগার ধর্মীয় । তার দিক থেকে প্রথম শ্রেষ্ঠকের সাথে চীন জাগার ধারনা । পরবর্তীতে বুঝিতে শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ধর্মীয় ।

ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার জাগার নামের চাইলে এই শাস্ত্রের দিকে যে পথে চাইলে এই চিত্রের মধ্যে সমাজের সাংস্কৃতিক দিকটির সাথে কোন সাংস্কৃতিক ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় ।

ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় প্রচেষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় ।
উদাহরণ প্রাচীন যুগের মুঘল ও বৈজ্ঞানিক চিত্রের সচ্চরণেই জাতীয় নবীন বুখাদারি নিজ সমাজের সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়ে জানার করে পালিত শিবা ধরা পড়ে এবং প্রাচীন জাতীয় সামাজিক প্রচুর নার্ষ দেখা দেখা হয়। এর ফল এই চিত্রের সর্বপ্রথম জাতীয় চোখে নতুনের শুক্র পড়ে উঠে। জাতীয় দ্বিমুখ চিত্রের কিছু প্রচেষ্টায় এইরূপ ছিল।

চিত্রায়ন অবস্থা

ইংরেজী শিফার ন জাতীয় জাতীয়

বিবেকানন্দের রামদর্শনের মধ্যে এই চিত্রটি উপাদান সমাবেশে কাজ করেছিল। এই চিত্র পূর্বের কিছু প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দের স্বই মূলে দেখা দেখা আদর্শ সমাজের কথা বলার এবং সেই আদর্শ সমাজকে কার্যকর করার কথা তার রচনায় বিবেকানন্দের আদর্শ জাতীয় কথা হতে দেখা হয়।

"আদর্শ জাতিতে জনিতার কথন হইবে কিনা, তাহ জানি না, এই সামাজিক সম্প্রদায় কথনও সাপেক্ষে কি না, এ সমুদ্রে আমার নিজেরই মনে আহ্বে; কিন্তু জাতিতে এই আদর্শ জনিতার কথন আচান্ত না আচান্ত, এই এই সম্প্রদায় কার্যের ভাষা আমাদের প্রতিক্রিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে সবাই জাতিতে এই সম্প্রদায় ভাষায়, আমার কেবল আমার কাজের উপরই ইচ্ছা মিলিত করিতেছে। আমাদের প্রতিক্রিয়াই বিপুল করিতে হইবে যে, যেখান সকলে নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া বসিয়া থাকে - কেবল একমাত্র কাজই কবর রাখা করায় বাজি থাকে; আমি যদি নিজের কাজ শেষ করি; তবেই সমাজ ও সংগঠনের সম্প্রদায় মাধ্যত হইবে।" ৮

মনোনয়নে দেখি যে বিবেকানন্দ পূর্ব চিত্রটি সুর্য রাখেন, যা ঠার সমাজ চালোচ্যুত উল্লেখযোগ্য ।

10893
মন্তব্য এবং জাতিতের পূর্ণ জরিপ এবং জাতিতের বৈশিষ্ট্য।

এই ধর্মগোষ্ঠী এবং সামাজিক উন্নতিতে নাপাচে হবে।

সামাজিক উন্নতির জন্য চাই গ্রান্থি ও পাশ্চাত্যের নিন্দ। এজন্য সকল- অন্তর্বর্তী বানাচে শেল্ড দুই বিশ্বরূপ সংক্ষেপির নিন্দ।

বিশ্বকবান বলনে জাতিতের জাতীয় জরিপ এবং এই ধর্মগোষ্ঠী কাজে নাপাচে হবে। পরাধীন জাতিতে ঘটিয়ে বিশ্বকবান-জাতীয়তাবাদ। যা হঠাৎ সম্প্রদায়। তিনি 'জাতীয় দেশনাম' ।'জাতীয় ইতিহাস' ।'জাতীয় নিঃসৃতি প্রবাহ' 

"গ্রন্থ রাষ্ট্রের যেমন বিজ্ঞান যাচে গ্রন্থ জাতিতে রাষ্ট্রের সেইরূপ একটি বিজ্ঞান যাচে।

"... তাই প্রথম রহিতেই আমাদিগকে জানাচে হইবে জাতীয় বুদ্ধি অফ, জানাচে হইবে — বিধান এই জাতিতে করিয়ে প্রথম, বিধানের কর্তৃত্ব নিয়োগ করিয়েছেন, বুদ্ধি হইবে — বিধিনী জাতির প্রভূতি ইয়ার স্থান কোথায় জানিতে হইবে — বিধিতে জাতির সর্বের 

বিশ্বকবানের যে ধর্মে যন্ত্র হন সামাজিক উন্নতি রূপ মাধ্যম কারণ সেটাই হন জাতীয় চারিত। তিনি বলনে, ভারতে ভারতের পুত্র ভারতের সংস্কারের সংস্কারের সৃষ্টির নতুন সাম-প্রধান রূপের যেমন ভারতকথা হইচ্ছে। তাই নাস্তিকের চীন চীনাধিপতি দ্বিতীয় সমাজরূপ রূপে শিল্পের শিল্পের সমাজরূপ দ্বিতীয় সমাজরূপ পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাহা ইহার মধ্যে সব কৃষটি বিহিন হইবে। ইহারা সমাজরূপ রূপ জানিয়ে না; ...
বন্ধু তারা আমাদের সমাজের ধোঁ দোমে, সব ধর্মের কাছে চাপাইয়েছেন।
ব-ধুর পায়ে পন্থা বিন্যাসে দেখিয়া তাই পথের পানে মুক্তি মেখন দারুণ আছে।
পথর সঙ্গে ব-ধুর গায়ে কেন। সেইরূপ তারা সমাজের দোম সংশোধন
করিতে দিয়া সমাজকেই একরাতে খুঁজে করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কি-ভূত সৌভাগ্য-
প্রতি এফে তাহার জন্ম পায়ে আছাড় করিয়াছিলেন, শেষ উহার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
নিজেরই খুঁজে হইয়াছেন। মে-সকল পথযাত্রা নিয়মের পুরুষ এইরূপ বিশেষ চালনাত
চেটায় কৃত্তিকায় হইয়াছেন, তাহারা সতনীক ধন। আমাদের জিজ্ঞাসিয় সমাজের
নির্দিষ্ট দৈত্যকে আপনিই করিতে সংক্রান্ত-বিভাগ এই বিদ্যা-তর আমাদের বিশেষ
প্রয়োজন হইয়াছিল।" ।

প্রচণ্ড ও পালিতের ধর্ম ও সমাজের সম্পর্কের ঘটনা, চিত্তের দেখিয়েছিলেন
বিবেকানন্দ। এই দুই সমাজের মেঝে ধর্ম ও সমাজের পারম্পরিক কৌশল পৃথক ছিল,
তাই বিষয়ন ও পরিস্থিতির ধারাও পৃথক।

"চারর ধর্মের কথায় পৃথক আবার করিয়া রাখা হয় নাই। কোন
বাদ-কেই আমার ইতিহাসে, সপ্তদশ বা নোয়া কথায় গর্মন্ত্রে কখনও বাধা দেওয়া হয়
নাই, তাই এখানে ধর্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল, তবে কদম দেবেন হয় নাই।

"যশোরদিকে আমার ধর্মের ছিচর এই নামাজে বিবেকের সম্মান একটি নির্দিষ্ট
ধর্মের আবার হইল। সমাজ এই শীরশ-মূলে পৃথিবীর হইল। ঈশ্বর হইল সমাজ
মজা পান পান ব্যায়াম ও এক জন হইয়া দিয়া যাইল। কারণ সাধারণের উন্মুক্ত এক ধর
সমাজের।

"পালিতে দুই সমাজের দুই ফিন টিকে তিনি কুঁড়ির ভবিষ্যৎকের দুই এবং শ্রীরাম-দুই
ফিন ধর্ম। প্রতিমিতি চারির সহিত একদিন ভোলাই ঈরশা ধর্মের পুলক-এ দুই, এমন কি এখনও আছে; তাই যদি কোন সম্প্রদায় প্রচলিত পহেলা হইতে কাহারূ পৃথিবীর হইতে
ভাজ আই হইলে তাহাকে জ্ঞান মালিকানাদের পথে দিয়া রাখা হইতে একটি পৃথিবী
নাক করিতে হয়। ঈশ্বর হেন একটি যথার সংস্থ কিছু ভামাতে যে ধর্ম
প্রচলিত, তাহাতে পুনঃ জ্ঞানাদের উপর কথনও উঠে নাই।" ।
চর্চার বিবেকানন্দের কাছে সাধারণ পালি প্রাক্তনের ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্ব একটি
পুরুষের ভূমিকা প্রচেষ্ট করল। ধর্মকে তিনি একটি চালিয়াক কর্তৃক চিহ্নিত করেন।
চর্চার সমাজজীবন এই দিকটি পুরুষ তার দৃষ্টি সম্পূর্ণতার জন্য তিনি ব্যবহার করতে করেন। ধর্মের প্রচেষ্টাকে
পুরূষ দিয়ে চর্চার ব্যবহার ধর্মের প্রয়োজন বেলায় সাধারণ বাইগী বা
Practical Vedanta - নামে চিহ্নিত করা হয়। যা নবজাগরণে সাধারণ
পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া করেছিল। ইউরোপে প্রাক্তন-ধর্ম যেখানে ধর্মনদ-বক
প্রচেষ্টা করেছিল, তিনি তাদের বিবেকানন্দের নবজাগরণ-লিঙ্গটি সাধারণ উন্নতির
প্রয়োজন অনুযায়ী বলেন, তৈলসেতু উন্নতি এই ধর্মনদ-বক
নামক বেশ করে পাঠে উচ্চতা।

নবজাগরণ প্রথম-দিক

মোরা পথান্ত উন্নত ইউরোপে রোমান সাধারণ ধর্ম এবং আচারের
বিচারে যে প্রভাব ঘটে। তিনি স্পেনে এই প্রাক্তনের ধর্ম
উন্নত পথান্তের প্রয়োজন এদের প্রক্রিয়া ধর্মের দুটি প্রসার ঘটে এবং
তৎকালীন সাধারণ, ব্যাখ্যাত রাজনীতিক, সাহিত্যিক বিষয়ে গোটির প্রভাব বিস্তার
করে। এই ঘটনার প্রথম দিকে ফিতিলন ছিল যার নাম 'গৌরাঙ্গ'।
ফিরে ফিরে দিয়ে এই পথান্ত ডাক্তার ধর্মের
প্রথম বার চিহ্নিত করে থাকে। নাম ধর্ম এবং পথান্তের প্রচেষ্টায় যেদিকে গৌরাঙ্গ
নতুন ঘটনার সময় প্রয়োজন হয়। গৌরাঙ্গের পথান্তের নৈক্তিকরণ ধর্ম
মূল্য পালন করে এবং পথান্তের প্রয়োজন ফিরে ফিরে দিয়ে ধর্ম
যার নাম হয় 'গৌরাঙ্গ'। 
গৌরাঙ্গের পথান্তের নবজাগরণ এবং মতাদর্শ চিত্রের
বিবেক যে প্রথম এক বিজ্ঞান পরিবর্তন জন্য। 
গৌরাঙ্গ নামের নেই Protestant Ethics যেমন এক Enlightenment -এর সূচনা করেছিল, তিনি তাদের জাতীয়
চিত্রের জন্য অঞ্চল করেছিলেন প্রথিত বিবেকানন্দ।

Ethics yeg em এক Enlightenment -এর সূচনা করেছিল, তিনি তাদের জাতীয়
চিত্রের জন্য অঞ্চল করেছিলেন প্রথিত বিবেকানন্দ।
গ্রামী বিবর্ণাদির সমালোচনায় সমাজের পটভূমিকা যদি বিশ্লেষণ করতে যাই, সেনাবাহিনী রণক্ষেত্র বিদ্বদ্ধতা যা সমাজের ধর্মের বিরুদ্ধে দেখা দেখায়। উনিশ শতকের মৌলিক চিন্তার জোগাড়ে এই বিরুদ্ধে চেষ্টা করেছিলো। ফুলের দুর্বল দাতার মাযায়, "তথ্য দেশের চতুর্দিকে সংকেত। টেক্ট-জাতীয় ধর্মের নামে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দেশবাসীর প্রনয় লম্বায় করে দেখা যায়, বিদ্যমান সেই রূপে স্বাধ্যায়ের সমস্ত নাম্নি দেশীয়ের শাসনামল পালন করা হত।।" ১৪

নবাব রামনাথন জনলেজি জাতীয় দেশভূমির সুচনালাভ। এ ভূমিকা নাচ রামনাথনের পটভূমিকা বর্ণনায় বলেছেন, "পুনরুদ্ধার থেকে ব্রাহ্মণবর্দে নির্মা প্রথা, আর আর মানবিক ৩-বিশ্বাস মহুক্ত হয়ে তাকে প্রোথিত দেবোনাম-মৃত্যু বিষয় করছিল। একক ইতিহাসের অধীনের মধ্যে পুনরুদ্ধারের শ্রীপঞ্জু, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মায়নি ও বহুমতী প্রাথমিক পর্যায়ে একে একে অত্যন্ত পুরো যায়। এই প্রাথমিকা ধর্মীয়গুলিকে বিদেশীরা মেরু নিয়ে 'বিনুঙ্গের নামে তত্ত্বাত্ন করে।" ১৫

রামনাথনের পরবর্তী যুগে ভারতে এক হেমনিত গ্রন্থকার (১৮৫৮-৬০) জাতীয় পালিকা অনুসারে, রামনাথন প্রথম অনুসারে সংস্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন ভিনুচার জাতীয়তা সমন্বয় উক্তিতের বলন করে।

ভারতীয় নবাবরনের তৃণাধি ধর্ম ব্রাহ্মণনের খাজ সুচনা দেবেন্দ্রনাথ মানুষের প্রাচীন ও বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ ভারতীয়ের ইতিহাস প্রবাহীচীন করে রামনাথ দেখার যাত্রা, সমাজে ধর্মে জোড়াটির প্রেরণা হয়েছে এই অনুশীলনে মিলেকে বিজ্ঞান। এই মিলের মাধ্যমে রামনাথ প্রচলন এবং বিকাশ সমাজের মাধ্যমে রাগিয়ে উন্নত করে। এই দুই সংস্কারের উপস্থাপন প্রচলন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি জনানুপাত্ত এবং তার প্রচলন। এই বিষয়ের প্রথম মাত্র রাগিয়ে যাই ছিলী।
প্রতিক্রিয়াশীলতার ৫-র শাখা। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের প্রাক্তন নির্দেশিত এবং বিবেকানন্দ পরিচালিত 'বিশ্বাস' আদেশনামের কথা উদ্ধৃত করতে হবে। প্রাক্তন ভাবাজাননের পূর্ববর্তী আদেশনামের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিয়ে তবে দেবনন্দ এর দৃষ্টি পর্যন্ত প্রতিবেদনের আদেশনাম সম্মুখীন হয়। সামাজিক সংস্কারের এর নম্ভু কিছু রামমুখু আদেশন সামাজিক সংস্কারের উপরের কেবল গুরুত্বপূর্ণ। সুরায়ি বিবেকানন্দ কথায় নির্দেশ সমাজসংস্কারের বন্ধ চিহ্নিত করেন নি। ১৫ তিনি সাধারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মিলনায় তার প্রস্তাবনাকে পরিচালিত করতে চাননি। তাই তাঁর কথায় সুরায়ি প্রতিক্রিয়াশীলতার বন্ধনী। এরা তাঁর জন্য সংস্কার দেবুপ্রসন্ন দেব নিধেন, 'জাতিসংঘ বাংলার প্রথমাবাদ জন্য দরুণ সুরায়িকে প্রতিক্রিয়াশীলতার চিহ্নিত করতে থাকেন। তাঁর জীবননাটক সমাজসংস্কার কর্তৃক তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনা করতেন, কারণ তিনি একবার প্রচার করেন না, বিশ্বাসবিশ্বাসের বাধা বা সম্ভব বিবাহ ও মনোরঞ্জন সমাজসংস্কার কার্যের দুরায়ি ভারতের নবজাগরণ সত্ত্ব হবে। ১৬

বন্ধনী বিবেকানন্দ ছিলেন সংঘঠক, তিনি সমাজের আপন পরিবর্ধনের শরণার্থী ছিলেন। ১০ রামমুখুর নিখিলবিশ্বাসের প্রস্তাব ও তাঁর সম্পর্কে জাতীয়তাদের সৃষ্টি সে দিয়েছিল মানুষিক উৎসর্গকরণ। এ উপর পড়েছিল পশ্চাত যুক্তিবাদের প্রশ্ন। এই যুগ জাতীয় সত্যেতে পুরুষায়িত সত্যচর্চার জন্য ইতিবৃত্ত ব্যক্তি এবং জন্ম দিয়েছি আগ্রহিত্যে করে দেবু করে সর্বারোহী প্রকৃতি প্রতার বিস্তার করায় তৎকালীন জনমের দুঃখ জানাতে জন্য যে জনগোষ্ঠীর প্রশন আজাত প্রয়োজন ছিল তা লোকে আদেশনামের যোগ্য দিতে পারেনি। এই আদেশনাম প্রতারে বিষয় না কিছু সমাজতাত্ত্বিক বিষয় ছিল এবং এক সময়ের প্রতি সহিংস ছিল না, সত্ত্বেও প্রতি প্রকৃতি অবস্থা এদের ছিল না।

'যে গল্পে বিবেকানন্দ'

এই প্রস্তাব সুরায়ি প্রতিরোধ তাঁর নিধেছেন, 'এই সর্বপ্রকার উদাহরণে বুধ ও শ্রদ্ধার স্পর্শে সংঘটিত ছিল - ভাষার উদ্ধারে দৃষ্টির স্বরূপনাম আদেশকের উপরের গুরুত্বের প্রচার ছিল না। তাই এই সময় চিঠার
পথে ভারতের দেশ প্রায় নাই বলিলেই চলে। এই সমন্ধ না ও প্রচেষ্টার কোনই বিষয়ের সমন্ধ বর্তমান না কেন, সেই ভারতীয় দর্শনেও উন্নত সামাজিক দৃষ্টিতে দেখিয়া সর কৃষ্টির সমাজে পূর্ণ মূল্যদি বিশ্বাস যথার্থ সৌভাগ্য স্বাভাবিক বলবত্ত হয় নাই।

তৎকালীন ভারতীয় সমাজের পাশে গ্র্যাড়েড সিন প্রথম সংঘটি এবং স্বীকার পণ্ডিত ও পণ্ডিতা। স্বাধীন সমাজের এই সমাজচেতনতা এবং সংঘটির সাহায্যে পণ্ডিত গণিত হইলেন। দেবনন্দ মোহাকু ন্যূ, প্রাচ্য এবং পারস্যের জাবারার থিমে ঘটিয়ে এমন এক সংঘটির প্রবর্তন করেন যা ভারতীয় সমাজের নতুন, যার সাথ সমবেদনা ও কর্ম যোগ্য বিচরণ করে।

ইউরোপীয় সমাজজ্ঞানেরা ভারতীয় দর্শনকে এবং সংঘটি 'চালিতাতলিক' বা 'Other Worldly' বলে ভিত্তিত করেন। তাদের মতে এই দর্শন হিন্দুতাতলিক নির্দেশ এক বেশি গুরুত্ব দান করেছে যার ফলে হিন্দুতাতলিক এবং সংঘটিক উন্মিত থেকে এসেছে। যদিও প্রকৃতিবিজ্ঞানী দৃষ্টিকোন দর্শনে তার স্বদ্রোহে বৈশিষ্ট্য Sociology in India -তে এই মতের বিচারিত করেন, তবুও এই ধারণা বৈশিষ্ট্যমতের জন্য স্পष্ট। সুর্যী সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সমস্ত নূতন ও নতুন বলং দৃষ্টিতে সত্য নয়, তার মতে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, যাবতীয় কর্মই শিষ্যের উপাসনার অভিনবে, পান্নের পান্নিকতা হতে যায়। তুলন বিচারকে কর্ম পরিষ্কার করার দর্শনের হল কর্ম পরিষ্কার বিচারকে।

-বিজয়ী কার্য প্রার্থনা বাস্তব প্রয়োগ চেষ্টিয়েছিলেন। তেমনি সুর্যী সমাজবিজ্ঞান-চেষ্টা-মীন ভারতীয় দর্শন তুলনের দৃষ্টিতে বস্তু হীনে প্রযুক্তি করেন - 'বৈশিষ্ট্যের মত চরা জানতে।'

বিবেকানন্দ হল সেই দর্শন যা নতুন জগতে নতুন পথে চলার পথ দিতে পেরেছিল। এই মতে হিন্দুতাতলিক এবং চালিতাতলিক ধর্মের মধ্যে পার্থিক বুদ্ধি সিত। তুলনায় জাতিকে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কিত করে পাশে হীন পৌরোধিত এবং কর্মের করে তুলন। যে বেহালা দৃষ্টিতে সমাজ থেকেই প্রকৃতি করে নাই করতে হব। বিবেকানন্দ বলেছিল,
শ্রীপাটক ভাষা জন্য শ্রীচৈতন্য বলে, একজন ঘটা আরেক জন ঘটা ঘটে উঠে ।

নাথার ঘটা বিবেকানন্দ বললেন, প্রতীক রাজসী কেশুরামীরকে।' নূতন কেশুরামীরকে কাজে 'Calling বলে চিনিত করছেন যা প্রতীক মার্ক্সের অবস্থায় কর্ম ।

বিশ্বু গুরুমী বিবেকানন্দের জন্য Protestant Ethics এর পক্ষে মৃতির উদ্দেশ্য (Salvation anxiety) যুক্তিটি করেনি। শ্রীচৈতন্য পদ্মমুখের বিপ্লব করে না সূত্রাং প্রতীকের অগমে পথেই মৃতির বাক্যবাণী একটি মানবীয় উদ্দেশ্যের কারণ হয়।কিন্তু, বিশ্বু কর্ম ভগ্না-ব্লাঙ্গনে বিশ্বাসী এবং গুরুমী বিবেকানন্দের ইতিভাবনা যুক্তিটিশাস্ত্রি জীবনের ভূমি দিকগুলিরও একটি ভূমি যা উপযোগিতাকে তৈরি করে এখন এক ধর্মের যুক্তি করল যা একাত্বে মানুষকে বিশ্বজীবন, তোলাতোলি এবং ধর্মের সূচকতা বা মৃতির পথে চালিত কর্তব্য । কেবল জন কাজের মৃত্যু, মৃত্যু কাজের একটি মৃত্যু মূলত দিক আছে, যা বাকি পথে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার করা চলে ।

D. S. Sharma গুরুমী বিবেকানন্দ বাণিজ্য সর্ববিদ্যালয়ের রঞ্জনী উদ্দর্শনের রঞ্জনী বলেছেন, নেপথ্য হয় - (১) বিষুবজ্ঞান (Universality)।
(২) নিত্যকিন্তু (Impersonality)। (৩) কার্যকর (Rationality)।
(৪) কুইলার (Catholicity)। (৫) ঈশ্বরবাদ (Optimism)। (See Santlall Mukherji, The Philosophy of Man Making, p. 49-54)

বেদান্ত সদস্য আর্যজানন্দের রঞ্জনী বলে । এই রঞ্জনী সর্বকালের ধীরে চলে ।
বেদান্তের পথে জন্মে প্রতীক ভাবের ক্ষুদ্র প্রচুর জ্ঞানের জন্য তা নিজের সম্প্রতি বরাবর রাখতে পারে। পূর্তাঙ্গ কোন ধরনের ধীরে চলে না । বিশ্বু ধর্মের ভূমিকা বা মিশ্রন করা উচিত নয়।
শ্রীমান শান্তি বিষুবজ্ঞানের পাশে একই বিশ্বাসী, যা সমাজ বিভিন্ন জাতকে কেন্দ্র করে হিন্দু ফিল্ম, বেদান্তা হিন্দু ধর্মের পর্যায়ে ফিল্ম শাস্ত্র, শাস্ত্র, বিশ্বাস ইত্যাদি জাতের বিবাদ ।
শ্রীমান নূতন সম্প্রতি বাণিজ্য ধুমপাটুচার করে ধর্মের ভেদভেদ ঘুরিয়ে দিলেন ।
সুপ্রাচীন, বেদান্ত কোন বাণিজ্যকে ঘটে গড়ে ওঠে অথবা, আদর্শকে কেন্দ্র করে পড়ে উঠেছে । কোনো বাণিজ্যকে ঘটে গড়ে ওঠে অথবা বলেছে, প্রতীক মার্ক্সের বাণিজ্য বিষয়ের জন্য যথার্থতা স্বীকারও দরকার তা বেদান্ত নিয়ে আছে । বিবেকানন্দ একমাত্র বাণিজ্য সম্প্রতি ধর্মের প্রাণী পরিমূল্য
'Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it.'

Hinduism's pervasiveness in the Indian subcontinent and its recognition of diversity as a unifying force.

[Historical context and theological discussions relevant to the discussed text]
হিসাবে বৃহত্তর জীবনকে পরিচালিত করে। এই নববেদন-তে মহাদেশ দুইটি দিক নিয়ে পড়ে উঠেছিল, যা একদিকে শাক্তিতত্বকে একটি জানপ্রচারক এবং অপরদিকে সেবাকের প্রচারক করে তুলেছিল। এইরূপ চিন্তাধারা (thought) এবং কার্যধারা (action) সম্পর্ক রাজনীতি-বিবেকন-দে আচার্যননের মৌলিক জড়িত রয়েছে।

গৰ্ম্ম বিবেকনদে নববেদনের পাশাপাশি যে ভাব প্রচার করেছিলেন পুনর্ভিন্ন হন, প্রথমত, ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে যে দুই ছাড়াই যায় সমাজ। দ্বিতীয়ত, অধ্যাত্মতথ্য এবং ব্যক্তির জন্য একটি নেতৃ নিবন্ধন, তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের সমাজকে তিনি চূড়ান্ত করছিলেন এবং প্রশাসন দিয়েছিলেন। এই আচার একই মানুষের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিপরীত পাল্লিয়ে - দৈহিক, ব্যবসায়, সামাজিক, রাজনীতিক এবং সর্বসাধারন অধ্যাত্মত। এই অধ্যাত্মতত্ত্বের ভারতের সারা জীবনকে নতুন বিনোদনের বর্ণ দেখায়।

ইতিহাসিদের সমাজবাস্তব প্রাটেক্টাস্ট-এর প্রভাব বিধিক উপায়ে পড়ে। প্রথম অধ্যাত্মিক জার্জিয়ানদের জন্য নিয়েছিল এই ধর্মজগত। রাস্তা এবং ধর্মের পৃথক করে নতুন রাজনীতিতে ধরা এবং চিন্তাকে সৃষ্টি করছিল আবার প্রাটেক্টাস্ট-এর ধর্মণ নতুন এক সামাজিক ethic বা জাতের সৃষ্টি করে যা সামাজিকতা প্রাসাদ ওপরে। যাদের পথে ধনতে উদ্ধর যাতে তাদের উন্নয়ন। মানুষ চারের আওতা থেকে পুনর্গঠন নতুন জাতিতে ধর্মীয় তথা সামাজিকতায় যোগ করার সুযোগ পেয়েছিল। সমাজ এবং ধর্ম যে পৃথক নয় তা পার্থিব নুখর দেবালয়ের চেষ্টা করছিলেন। এভাবে গৰ্ম্ম বিবেকন-দে প্রচারিত নববেদনের পাশাপাশি যে রূপান্তর হয়েছিল তা নানারক প্রতিষ্ঠা পরিবর্তনের চর্চায় লেখা আছে কিনা। সত্যের যে এই পরিবর্তন প্রাচ্যবাদে আমাদের দৃষ্টিপটের হয়েছিল তা নয়, ভেনে ফেলিয়ে চলে যেতে করে এবং বীরে বীরে সম্পর্কিত হয়ে চলেছিল। গৰ্ম্ম বিবেকন-দে সেই নতুন ভারতে আশুতোষ
করেছিলেন। বন্নুক তাঁর জীবনে ইপুর এবং ভারতীয় মেন দেবনিধির কাছ হয়ে নিয়েছিল। যুগলদেশে দাঁড়িয়ে সুধীর বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীর তাঁর অর্জন, এবং তাঁর অথবা উপনেতার প্রয়োজন।

ভারতীয় সমাজে বরদা-৫ বিবেক প্রভাব বিস্তার করে তাঁর বিশ্বাস
আলোচনার প্রয়োজন। প্রায় পড়াছি - ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে, ভারতীয় শিল্পনায় এবং গৃহীত বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ। যদিও তাঁরা এই দিনটি মনে করা সূখকারে দেখত, তবে এটা যখন বাধা প্রয়োজন যে সব কাজ তাঁর পরামর্শের সহে উপচার হয়ে যায়।

সুধীর বিবেকানন্দের পত্নী এক যুগলদেশ এবং ভারতীয় মধ্যে একটি পরিবর্তনের মুখে দাড়ানো। নতুন নির্দেশ জন্য চাইয়ে নতুনভাবে, সাপ্তাহি পর্যায়-
প্রায় বাধা, বিভিন্ন আবের প্রাপ্ত। তিনি এই অংশ সুধীর বিবেকানন্দ ব্যাপিতের
প্রধান দৃষ্টিগৃহীত হিসেবে দৃষ্টি দিয়ে প্রশাসন করেন। সর্বশেষ যাওয়া করেন, 'গুপ-চ
নাগরিকান' 'দ্বারের বহরের পথ' বলে। নন্দন, 'দেশটি অভিজ্ঞ চেয়ে দেখে, এখন প্রয়োজন রাজশাহীর। এখন মনের কথা ছুটে কুমারগুলো কেনেকনে কর। সন্তান হয়েও দেখাতে চিন্তা প্রাণ দিয়ে জনবস্ত্র করেন। এই জনবস্ত্রের পাসে কেবল আবে তি না, কিন্তু কর্মৎপ্রচেষ্টা। শোনা যায় তিনি ব-ধূঃ মিত্রাঘ্য শিয়াল
প্যাকুব্দের করের মোনামান্য করেছিলেন।

মেঝার সুরামদ-৫, বাধা মধীন, স্বরাচায়-এ এবং তাঁর অনেক দেখাও ও
বিশ্বীয় বিবেকানন্দের দেশের আদর্শ রস্কাল হয়েছিল। সুধীর বিবেকানন্দের দেশ-
- টির পর তাঁর এই দেশের দাঁড়া দেখান তুলে নিয়েছিলেন গৃহীতের নিয়ন্ত্রণ। কেবল
ভারতীয়রা নয়, দেশের গৃহীতর নয়, দেশের শুরুর উদ্বেগের বোঝাতে ধূঃপথ
নিরাদর তাঁর 'Master'-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাঁর চিত্র তিনি জীবনগুণ করেছেন। বিশ্বীয় মদন থেকে বলেছেন, 'সুধীর হিন্দুন, শরীরে ভারতে গৃহীতের
পদন্ত রূপঘটিত করাতে।' তাঁর বলেছেন, 'আমি তাঁকে দেখেছি আমি
চৈত পা দুঃখিত। আপনার প্রয়োগ, নিজে ঠিক তথ্যপ্রকাশ এখনও মন তুলে নেও।
আপনার তীব্রতার চরমত্যন মেই মুখোপাধ্যায়, যখন হামনীকীর সাদৃশ্যে এসে দেখতে
জানবারে তামি দেখতাম, প্রায়শীতার বর্ণনা যে কত বর্ধিত হত পারে যা তখন
ধারণের পক্ষে চন্দ্রবর করায়।

দেশের যুক্তি আলোচনা ৯১ ৭৬ প্রথম প্রবন্ধ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে
কিছু প্রতিবেদনে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে আলোচনা বললেন, যখন মেই
জিনসটি চৈতে জাতে কোনো একটা idea express(প্রথম প্রকাশ) করার
নাম্নে art (শিল্প) ... এর এক একটা জাতের এক একটা charteristic
(বিশেষত্ব) ছাড়ি। ... যে জাতটা বড় materialistic (জড়োদখন), তারা
nature (প্রকৃতি) তাদের ideal (আদর্শ) বলে থাকে। ... যে জাতটা তাদের
প্রকৃতির মূলে একটা ডাব্লিউ প্রকৃতির ideal (আদর্শ) বলে থাকে সেটা উক্ত হবে
nature -এর প্রকৃতির শক্তিরসায়নে শিল্প express (প্রকাশ) করে তোলা
করে।" বললে তিনি শিল্পকার সমুদ্রে নতুনভাবে পৃথকৃত করেছেন।
বেশুর পাতে
শ্রীরামচুড়ি যবন নির্ভরের প্রবন্ধাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠসম্ভাব্য সুপ্রাচীন করাবার
সম্পাদন তার সাথে বিশিষ্টরা এই পর্যায়ের মধ্যে ফুটে উঠতে এবং সৌন্দর্যর ও
সমন্বয়ের বান্ধন বহন করে চলে যায়। হামনীকীর শিল্পসম্পর্কে বিশেষ করে ছড়িয়ে ফেলা
সিদ্ধান্ত নিরদেশ ছিল। 
চৈত গ্রামে জাপানী শিল্পী ওবাকু, শেরী-পুরানী তার প্রকৃতির
বাণিজ্যর সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল। ১৫ এবং চৈতের প্রবন্ধে জমি হয়েছিল নামকরণ বস্তু
পাতে মৌলিক শিল্পীর।

হামনীকী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় physically শিল্পীর।
নেতৃত্ব দিয়ে এক সাধনে এসে দশটিপ্রতিক। ভারতে সাধারণভাবে, শিল্পকর্মের
কৃষিমূলক সমাজের চেতনা নিয়ে পৃথিবী শাসনের সৌন্দর্য। যে গ্রামে নির্ভীক সিদ্ধান্ত ও
বিতর্কের জন্য উৎপাদনের মধ্যে পৃথিবীর পুষ্টি ছিল না পুরো হয়ে যায়।
কিং- নতুন এই মূলনীতির বিষয় বা ভারতবর্ষের শিল্পের সৃষ্টিতে
পড়ে। তুলনাতে বৃত্তিগত চায়ন, দুঃত কোনও সামাজিক দেশটি চায় না যে আর উন্মুক্ত

শৈলীগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয় উচ্চ। ১৮৫৫ সালে এই পর্যায়ে 'ইকনোমিস্ট' পত্রিকায় জার্মানের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থনীতির সম্পর্কে বলা হয় যে জার্মান উদ্যানের শিল্পকে আরো নিখ্যায় করে ঘোড়া চুপি আরোঘ করে যদি ফিতে যেয়ে এখন 'শিল্পগুরুন' চলেছে এখন কথা বলা যায় না।

প্রবন্ধে হিসেবে ১৮৫৫ সালের পর থেকেই জার্মান মেটারি (Age of Machine) পুরুষ হয় স্থান ও পাকিস্তান এবং প্রাচীন শিল্পের প্রতিষ্ঠার পালনে । ১৮৫৫ সাল আর্স ডি নামাই বেলায়েত অথবা প্রথম পুরুষ করণ ।

১৮৫৫ সালের পর পর্যন্তন বিজ্ঞানজ্ঞ প্রথম প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হয়। ইচ্ছা জার্মান অর্থনীতির নিয়মের জীবন দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য শিল্পকে নতুন নতুন নিয়মের প্রত্যাখ্যান করে প্রয়াজ্য হয়। জার্মান পুরুষ শিল্পকে বৃহত সরকার নিয়মের করতে দেখান।

জার্মান পুরুষের বিজ্ঞান বৃহত সরকার বিদেশী দূর-প্রতি জাতিক ব্যাপারের নিয়মের প্রতি প্রতিষ্ঠাতার যৌথ প্রতিষ্ঠাতার যৌথ প্রতিষ্ঠাতার যৌথ প্রতিষ্ঠাতার যৌথ। প্রতিষ্ঠাতার যৌথ প্রতিষ্ঠাতার যৌথ প্রতিষ্ঠাতার যৌথ।

আমাদের দেশে পাই, জার্মান পুরুষ শিল্পের প্রতিষ্ঠাতার জায়গায়। জায়গায়। জায়গায়। জায়গায়। জায়গায়।

শিল্প ধরার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয় উচ্চ। ১৮৫৫ সালে এই পর্যায়ে 'ইকনোমিস্ট' পত্রিকায় জার্মানের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে যাত্রা করে। প্রথমে থেকে ডাক নিয়ে বলা হয় শিল্পকে বিশ্বাস করে শিল্পকে বিশ্বাস করে শিল্পকে বিশ্বাস করে শিল্পকে বিশ্বাস করে।

বসন্ত মেটারি শিল্পের প্রতিষ্ঠাতার জায়গায়। জায়গায়। জায়গায়। জায়গায়। জায়গায়।
"The speaker explained his mission in his country to be to organize monks for industrial purposes, that they might give the people the benefit of this industrial education and thus to elevate them and improve their condition. (Aug. 29, 1893)."
হওয়াকেই ব তাম। 'Enlightenment' সমাধানের মধ্যে সাদৃশ্য - নানা কে করে এবং সাদৃশ্যের মধ্যে শরীর। এছাড়া তারা সাদৃশ্যের একটা ব্যাপার সে যায়।

ফরাসি সাদৃশ্যের বক্তাদের একটা ব্যাপার এসে যায়। যেমন সাদৃশ্যের বক্তা সাদৃশ্যের একটা ব্যাপার এসে যায়। কারণ তাদের তার উদ্দেশ্য এই অনেকগুলো অন্যের মধ্যে চাইলে পড়ালয় বা তথ্যের গুনগঠন এটা ছিল না। একটি বোধ করে গুরুঙ্গিতি এর পত্রিকা এবং সাদৃশ্যের তার সীমাবদ্ধ থেকে ছিল। এখন এ প্রশ্ন হতে পারে যে, সাদৃশ্য বিবেকানন্দ পরিচালিত জাতীয়ভাবে আপনাকে আপনি কি বলবে? সাদৃশ্য বিবেকানন্দ জাতীয়ভাবে ধর্মের প্রতি এবং জাতীয়ভাবে প্রচারক ছিলেন।

একটি বিষয় থেকে সেরে যায় তারা করে বলে গ্রামীণ করার চাইতে চাইতে চাইতে বাংলাদেশ সাদৃশ্য বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়া ছিল। সাদৃশ্য বিবেকানন্দ তার জন্য যেসব বলে গ্রাম তা জাতীয়ভাবে। এ সম্পর্কে ছিল তার উদ্দেশ্য। তুল্য থেকে প্রতিক্রিয়া বলে যায় না। অভিনেতা আপনি দেখে পার, যদিও তিনি প্রচার সন্ন্যাসীর প্রতিক্রিয়া ছিল। তাই তিনি কখনও কখনও সমাদৃশ্যের জন্য কাজ করেন।

সীমিত না তার সমাদৃশ্যের এক বিদেশীর বাহ্য তথ্য তারা বিবেকানন্দ পরিচালিত রামকৃষ্ণন পত্র ও রামকৃষ্ণন মন্দিরের ওপরে কার্যকর প্রকল্পের মধ্যে একটি বর্ণনা পাই, তিনি তার 'Days in an Indian Monastery' গ্রন্থে বলেছেন।

'আর ভারতীয় যে বিশ্বজগতের রামকৃষ্ণ জাতীয়ভাবে একজন সন্ন্যাসী হয়ে যা একটি প্রত্যক্ষ ও সাদৃশ্যিক স্বষ্টি বন্ধ হয়। যে সময় সমাধি এবং জাতীয়ভাবে গুণের ও পার্থিবতের, প্রতিষ্ঠা ও জন্মের কর্ম ও ধারণার, শরীরের ও অন্যান্য উদ্দেশ্য ও এর জন্য তাদের মধ্যে চাইতে। এই জাতীয়ভাবে লিখে দেখি এটি একটি নীচতার মডেল কার্যকরিতা নিভার করে। তার প্রচারের উদ্দেশ্যে কেবল বিশ্বাস নয় তাকে জীবন করে
ভোলাই প্রধান রাজ, এই ভারতীয় মানব-স্তরের দিঘির পৃতিত হয় যার শেষ হয় মানবতার সেবায়।

"প্রাকৃতিক দূর্বলতা দেবা এই সবের সকল মানুষের তৈরি করে যথার্থ মেধানে নোকা অ্যাঙ্গুল সম্বন্ধ হয় না, এই সবের সমস্যায় অন্তর্দৃষ্টির পাঁচ নাম্বার ও প্রক্রিয়ায় ধর্মান্বয় বিষণ্য করে। যদি ধরা ফলে প্রকল্প করে দেখা নাম্বার সেটের দের বর্ণ নাম্বার দেন, ফেল নাম্বার দেখান শেষের চারা রেখাপন করে, চারা অ্যানার নতুন করে সুবিড়তা হয়। যদি দুর্বলতার অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় না টেক, তারা প্রেরণ থেকে বর্ণ করে চারা অ্যানার হয় সমস্যায় করে সেবার পাশাপাশি সামাজিক দিকে পাতিয়ে দেওয়া।" ৭২

বিবেকানন্দ ও প্রাকৃতিক

সামুদায়িক কলন স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র ভারতীয় বিশ্বজীবি মেনে যাই গ্রহণীয় হলে, তত এই ইন্দ্রিয় নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখার প্রবণ বৃত্তি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক, চারা, চর্চা, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি বিশিষ্ট বিষয় বিবেকানন্দের চিত্র অজ্ঞাত দৃশ্যমানের প্রকাশ করলে হলে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর দূর্বলতার দিনে প্রথম অর্থ প্রাপ্তি হয়ে উঠেছেন। এক কি করে প্রকৃতি হিসাবে ইন্ডিয়া, তার এক সামুদায়িক দেখান বলেছেন যে, আজকের দিনে অতঃস্তর ঠাকুর নাটাইরের চাপ এবং মিঠাইয়ে শক্তির অর্থ থেকে জনের অভিজ্ঞতা রূপ করার জন্য এই জন্ম তত্ত্বে প্রাকৃতিক এবং পুরুষাতু হয়। ৭৩

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তি তার সামাজিক পদ্ধতি দিবার অনেক বৈজ্ঞানিক।

তার এই বৈচিত্র বান্ধবের একটি জন্ম যা সামাজিক দৃষ্টিকোণের জন্য। তিনি একজন মানবজন্মের সমাজের হিসাবে ধারণা। উহার ধর্মীয় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক জীবনে দিতে সরিয়ে দেওয়া। বর-এনে এনে দিয়েছে এক চর্চা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি,
ভারত থেকে উৎপাদি হয়েছে সমাজের সাধারণ ব্যাখ্যা। ঠায় এই ব্যবধান ফুটে উঠছে সমাজচেতন সম্পাদক মূল্য । ঠায় তথা গৃহবিবির সাহায্য দেওয়া বিপুলতা করে সমাজ সম্প্রদায় যেমন ভিত্তিক করেন, আজ তার বাস্তবে শর্তাত হয়ে ঠায় দুঃখ-বৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। সামাজিক ঘটনার বিপুলতা সমাজের উপরিকল্পের অর্থার বিপুলতা, সামাজিক সচ্চেন্দ্র রূপে বর্ধন করে, যে ভাবার্থের সর্পরপর ইতিহাসের দর্শন উচ্চাটন করছেন তার যৌথ কাঠামো থেকে পাড়ার প্রদীপ্তি। সমাজবিজ্ঞানী বিষয় সম্পর্কের ভাবার্থ করে পারি।

"তিনি সমাজবিজ্ঞান শুরু দেন, সামাজিক যুগান্তকার জনক। ঠায় কথা তোমার অন্য কথার অন্য বিজ্ঞান সামাজিক শিল্পকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠায় দর্শন যেন সামাজিক পরিবারের পীঠ।" ১৪

প্রথম বিষয়ের প্রথম সম্প্রদায়-হিন্দু চিত্রাঞ্চলে সে মন্ত্র করল সামাজিক চিত্র বলে চিত্রিত করতে চাই না, সে মন্ত্র এই চিত্রাঞ্চলে সমাজগুলিকে চিত্রাঞ্চলে বলে চিত্রিত করতে চেয়েছি। সমাজগুলি হিসাবে চিত্রাঞ্চলে এক নতুন হিসাব ।

১৮৫২ সালে পাকিস্তান তত্ত্বাবধান পরিচিতে সমাজবিজ্ঞান চাহিদার জন্য প্রথম চিত্রাঞ্চলে বেখেন মোসাইচেটি নিয়ন্ত্রণ করেন, ৫৫ এর পর ১৮৬৭ সালে তারো একটি সম্প্র সমাজ- বিজ্ঞানকার জন্য স্থাপিত হয়েছিল, যার নাম 'বিশেষ সমাজবিজ্ঞান সভা'। এই সম্প্রদায়ে যারা হিন্দুর মন্ত্রে বিচার-সম্প্রদায়, দেব-দেবতা ধর্মীয়, মানব না, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ে, কেশব মোসাইচেটির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৫ ১১১২ সালে প্রথম ভারতীয় সরকার তার বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান খন্ড ৩ তত্ত্বাবধান করে।

১১১২ সালে রাজ্য প্রেক্ষাপটে প্রথম প্রধান মন্ত্রীর প্রদান মন্ত্রীর প্রদান করে সমাজবিজ্ঞান ও চিত্রকর্ম বিভাগের নেতৃবৃন্দ। ৫৭ বেখেন মোসাইচেটির ১৮৫২, ২৪শে এপ্রিল

Sociological Section এর এক বিভাগের পাশে দেখতে পাই, এখানে বিভাগ-কে বিভাগ নতুন ভারত সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। ৫৬ তালিকার সামাজিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে এই কার্যকরীরা দেখা হয়েছে, যে সম্মত সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি হিসাবে পাড়া উঠছে, সেই সম্মত ইস্ট ইন্ডিয়া কেন ভারত
বা বিশেষ করে বাংলার উক্তানুসারে ধৃঢ় কাজকারী এবং নিযুক্ত। বীরবয়, ধুরিয়ালবাদ, বর্বরান, পুরুলিয়া, পুঁথিয়া, ঘানান, রণুর ইত্যাদি স্থানে কাজকারী চাকর এসেছেন। ইউরোপীয় ভারত দ্রুত ও চরম সময়ে ধারণা তেরিয়ে করেছিলেন তন্মধ্যে। সেখানে গ্রন্থিও জন হওয়ার সময়ের সাহায্য করে। কিন্তু সমাজসিদ্ধান্তীর চাই হিসাবে ভারতীয় রা পরমাণুর একটি বিষয়ে বেশ নাড় করে এবং ভারতীয় রা তাদের নিজস্ব রীতিমতীতে বুকে নেতৃত্ব ও নিয়োগ করার সুযোগ পায়।

এই রিপোর্টের জন্য নক্ষত্র করলেন, সমাজজ্ঞান প্রশাসনের শিখন দেয় কেবল ইংরেজ নয় সম্পদ দেয় যান্ত্রের উপরি নির্দেশ করে পানবাজির নিজস্ব কর্মচারীদের উপর। সরকারি কেবল সাহায্য করতে দেয় কিন্তু উপরির তথ্য তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রয়োজন।

বেহুম সমাজবিদ্যার কর্মবিধির মধ্যে সমাজসিদ্ধান্তের পূর্ব শিখন বিষয়টি যা বলা হয়েছে তা আমরা বিবেকানন্দের রচনায় পাই। তিনি পরবধির ভারতের জন্য কেবল পান্ত্রাণের চামনি। তিনি প্রবন্ধপীত চেয়েছিলেন।

Social Science পিটিং এ লর্ড শাফেসবারি বলেছিলেন সামাজিক উন্নয়ন নিষ্ঠায় কেবল উন্নয়নের উপর। তিনি 'Individual Progress' এর কথা বলছেন। বিবেকানন্দের সময় আলাউর এই ব্যক্তি উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে।

বিবেকানন্দের সমাজসিদ্ধান্ত উন্নয়ন, সামাজিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পদ সামাজিক বিষয়ে দীপ্ত করিয়েছেন ব্যক্তি উন্নয়নের ধারণায়। প্রবন্ধকে বলতে দেখে যে তিনি এই ব্যক্তি উন্নয়নের প্রক্ষিপ্ত দ্বারা তাদের ধারণায় প্রবন্ধ করেছেন। তার মতে ব্যক্তি উন্নয়নের ফলে ধর্মবোধ ও ধার্মিকতার এক-এক এক্ষেত্রে যাই থাকি যা ধৃত দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'Man making is my mission' সেই ধৃত সমাজের বিজ্ঞানপত্র চিরায় এই ব্যক্তি উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল।

বেহুম সমাজবিদ্যার কর্মবিধির নক্ষত্র বলা হয়েছে, সমাজসিদ্ধান্তের চর্চা শিখিয়ে নেয়ান করলেন (Educated Natives) যেরূপ একটি বিশেষ পুরুষ রাধে, তাদের বেদনা হবে পান সরকারের নিবেদন রূপায় যান্ত্রের সামাজিক জায়গায়।
ইউরোপীয় জাতের দেশ তিন কি-ভুল বাজার জা উপযোগী নয় । সামাজিক এই দেশের একটি অন্যতম ক্ষুদ্রকে সংশোধন করত পারে । এই পুরুষের দুটি হল –
এই দেশ পিউর্ড ও পিউর্ড মানুষের মধ্যে একটি দূর-তুল বিধান । ( The awful chasm which exists between the educated and uneducated native)৪-
এই কার্যবিধানে তৎকালীন ভারতের দুটি প্রেক্ষাকে পুথিক করে দেখাই হয়েছে ।
লিখিত মানুষ পিউর্ড মানুষের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য বন্ধি হয়ে । পিউর্ড প্রেক্ষাকে অবধারন করত । এই কার্যবিধানে আপনা প্রকাশ করা হয়েছে সামাজিক বিধানটি এই দুটি প্রেক্ষার সামাজিক দূরত্ব দূর করে । বেখুর সামাজিকটি কর্ম-বিধানে যে সামাজিক বিমর্শের কথা বলা হয়েছে সেই সামাজিক বিমর্শের দেখা পেয়েছিলেন বিবেকন-৪ । তার আলোচনাতেও আপনা শিক্ষার জন্য এক প্রেক্ষা শোধিত হয়ে । – এই পত্র পাই ।
বিবেকন-৪, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষার বিন্দুর চাই – একথা বারবার বলেছেন ।

বেখুর সামাজিকটি শব্দে আপনার বর্ধিত সামাজিক সভা'র কথা বলতে পারি । ১৮৪৭ সালে 'বর্ধিত সামাজিক সভা' পাঠিত হয় । 'থেরি কর্নেল'র
গ্রন্থে এর একটি বুদ্ধ-৩ সামাজিক সভা প্রচেষ্টার জন্য চেষ্টা করেন । স্বাধীন
বিদেশী ও এরা সুখা-৩ পিউর্ড ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি এসিয়ে আলোচনাও করেন ।
১৮৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর অভিযাত্রিক সামাজিকের একটি সভা হয় । অন্তে কোনো
কর্নেলের বিভিন্ন 'National Association for the Promotion of
Social Science in Great Britain'-এর সাধারণ প্রচেষ্টা রুপে বিলাদেশে
একটি সামাজিক সভা প্রচেষ্টার প্রস্তাব করেন । প্রস্তাবটি বিচিত্রতা করে সভায় সম্প্রতি
প্রাচীন ধস্য পরিবর্তন রুপার জন্য একটি কর্নেল পাঠিত হয় । . . . কর্নেল
বিভিন্ন সামাজিক সভার শাখা হিসেবে এদেশে কোনো সভা স্থাপন করার প্রস্তাব
প্রস্তাব করেন এবং Bengal Social Science Association নামে একটি
সভার প্রচেষ্টার প্রস্তাব করেন । ১৮৪৭ সালের ২২ ডিসেম্বরে মেরুকফের হলের
সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি পূর্ণ হয় । বর্ধিত সামাজিক সভার সভা মধ্য-৪
প্রস্তাবটি সভায় হয় ।
The object of the Association is to promote the development of social progress in the Presidency of Bengal, by uniting Europeans and Natives of all classes, in the collection arrangement and classification of facts, bearing on the social, intellectual and moral condition of the people.

বস্তীয় সমাজবিজ্ঞান ন সহার উদ্দেশ্যকে অথবা শ্রীশচন্দ্রের চাহার পাই। তবে এখানে ইংরেজ ও ভারতীয়দের কথাই বেশি বলা হয়েছে।

বস্তীয় সমাজবিজ্ঞান ন সহার ১৪১১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান একটি নির্মূলমূলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ১২১১ থেকে ৪ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের বহু ফলকে নিয়ে করা হলেও সমাজের ভূমিকার নিজস্ব কোনো ঘরে পড়ে আছে। সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ে গবেষণা হয়েছে, যেমন জাতিবাস্তব (Caste System), পরিবার (Family), ভারতীয় বন্যার ধর্মসংগঠন রীতিনীতি (Kinship), গ্রামীণ গ্রামবাস (Village community) বিভিন্ন কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে এই গবেষণার সত্তাটিই করা হয়েছে তুমোল হয়েছে।

এইসব গবেষণা ভারতের চিন্তাধারার বিদ্যমান নিজস্ব কোনো ফলকে নির্দেশিত করতে পারেন। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য জনায়নে দেশের উনবিংশী চতুর্থাংশ সমাজের প্রতিকৃতির মধ্যে একটি স্থায়ী আবহাওয়া। রাজ্যাবন্ধন, মহাত্মা, উপনিষদ ইত্যাদি সৃষ্টিসৃষ্টির জন্য ইত্যাদি সৃষ্টির নিকট সমাজের স্বাভাবিক অববাহন পাই। এইসব প্রথা সামাজিক স্বীকার বিভিন্ন জাতিবিশেষে এবং ভারতীয় সমাজের প্রতিকৃতি অলঙ্কার হয়। এইসব প্রথা দেখে সমাজবিজ্ঞানীর মতে ভারতীয় সমাজজগতের জন্য এইসব প্রভাবের সামাজিক স্বাভাবিক সমাজ পর্যালোচনায়ই স্বীকার করেছে।

তাদের পরে অগ্রনিক সমাজজগতে সেকারের সমাজ স্বাভাবিক সমাজের প্রচেষ্টাবের ফলে।
গৃহী বিবেকানন্দের সাপ্তাহিক পত্রিকা যদি তারা একটি বন্ধ করে দেখি তার বিশ্লেষণ হয় যে, তবে একই পত্রিকায় ভারতে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করে জেনে পড়ি যে, এবং সমাজবিজ্ঞানের একটি বিমূঢ় বিষয়ে পুরুষ পাই।

সমাজবিজ্ঞান শাখাটি ভারতে বাংলা ভাষায় প্রথম উদ্ভাবিত হয় ১৮৭৫-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫২-তে বেখুন সোসাইটি হয়ে ওঠে পর ১৮৫৬-এ সমাজবিজ্ঞান শাখাটি রোডরেড নেওয়া যায়। তখন আলোচনা করা তা সমাজবিজ্ঞানের উপাদানে অনলাইন, ঠাকুর আলোচনা করে রোড যায় প্রথম সম্প্রদায় আলোচনা এই সময়ে আলোচিত হয়ে আসত করেন, তুলনামূলক দুটি কিছু বিষয়ের - "বর্তমান রোডরেড এর আর বুদ্ধিতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির সমন্বয়ে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আপনি জেনে আসেন বলে তো এটি প্রশ্ন করছিলেন, তার প্রথমে একটি প্রশ্ন ছিল মনুষ্য: 'ইন্দো-সামাজিক শিক্ষাপথের পক্ষে মানুষের মানুষতার প্রকৃতি বুঝা তার জন্য প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রথম প্রশ্ন এবং সাপ্তাহিক উপন্যাসের চরিত্রকে সৃষ্টি করে তো? রুপার জন্য এখানে এই নির্দেশনা হচ্ছে, যে বর্তমান সমাজের প্রথম প্রশ্ন এবং সাপ্তাহিক উপন্যাসের চরিত্রকে সৃষ্টি করে তো? এক্ষেত্রে তিনি প্রশ্ন করলেন, - 'নীলচাঁদের দেহে প্রথম প্রশ্নটি একটি বৃত্তির জন্য উন্নয়ন করে তো? তার একটি প্রশ্ন তিনি জানতে চেয়েছিলেন - স্বাভাবিক প্রশ্নটির উদ্দেশ্যে করার প্রবন্ধ ও আলোচনা হয়ে থাকে।

যে সময়ে বেখুন সোসাইটির মধ্যে বৃহত্তর কৌশল বসে উঠেছিল না। নাতিশীঘ্রে এক জ্ঞানের উদ্ভিদ ছিল যে, 'কৃষ্ণ সমাজের সমাজের উদ্ভিদ না হল বলা-দেশের সম্পত্তি সদ্ধ যুগ, কিন্তু বুড়োয়ালা শ্রেণী এই আবেদনে সাজে দেয়ারিত। ১৮৬

বেখুন সোসাইটির সঙ্গে গৃহী বিবেকানন্দের যোগাযোগ চূড়ান্ত করা যায় না, কারণ তাঁর ধর্মীয় এবং বাল্য, দুর্ঘটনা এই সোসাইটির আলোকে সদ্দ ছিল।

১৮৫২-এর প্রথম ভারতের প্রথম বর্ণনামূলক উদ্ভিদ পরিবার, 'রাটি ধর্মীয় আলোকে ব্যাপক সমন্ধের সদ্দ ছিল, তিনি বেখুন সোসাইটির উদ্ধার বিষয়ে সমন্ধে বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং বর্ণনামূলক কাহিনীর ধর্মীয় উদ্ভিদ মূল্য নাহিক প্রশ্নের উদ্ভিদ হ’ল এই সোসাইটির জ্ঞানী সদ্দ ছিল। ১৮৬২ তার বাল্য বাস্তু, যুবক নেপালিতর দিকের
পারিবারিক প্রবাস তাকে সুমিষ্ট বিবেকানন্দ হয়ে উঠতে প্রচুর সাহায্য করেছিল। এনা দরিদ্র্যের দিকে তারা জানতে পারি এই সমাজতাত্ত্বিক আলাচনার কোন কথা নয়। সমাজকর্ম বলে চিত্তের করা যায় না। কারণ আলাচনার নির্ণয় পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষণ হল Wholly Secular Manner। তারা গরে বিদেশ সমাজতাত্ত্বিক আলাচনা এবং ভারতে সমাজতাত্ত্বিক আলাচনা প্রায় একই সময়ে চার বছর হয়েছে।

যদিও ভারতীয় সমাজমন্ডলের পটভূমি স্বল্প সময়ে যা সুমিষ্ট বিবেকানন্দের গাঢ় ওঠার পটভূমি।

সুমিষ্ট বিবেকানন্দ প্রাচীন ও পশ্চিমের পনির্মিত হয়েছিল। তার সময় ভারত পরবর্তীকালের সম্প্রদায়ের উদ্ভাবনের ভাড়া হাড়, সময়ের যাত্রি নিকট থেকে দেখতেছিল। তার প্রাক্তন জীবনের সাথে পার্থক্য পার্থি যেই তিনি জীবন, প্রাচীন এবং দুৰ্বল দর্শনের দাতা বন্ধু এর পনির্মিত 'ইন্ডোর' নাম দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন।

মার্কিন জোস এর দর্শন এবং কোনো দর্শনের সময়ে লেখকের সম্প্রদায় পরিণত হয়।

১৮৪৪-এর Macdonald of the United Free Church Mission কোন সময়ে ভাষণ দেন। শেষে ১৮৭৪-এ বর্দ্দমনে পঞ্চঃ এবং তার দর্শন সময়ে আলাচনা প্রকাশিত হয়।

তার সময় সুমিষ্ট বিবেকানন্দের জীবনের দেখতে তিনি কোনো দর্শন সময়ে পরিণত হয়। পরবর্তী-কালে নির্দিষ্ট সময় দেখতে পারে, এই পঞ্চঃ এর দৃষ্টিতে পরিণত হয়।

সুমিষ্ট বিবেকানন্দের সামাজিক এবং সমাজতাত্ত্বিক চিত্রাঙ্কের পথে ডিজিটাল ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি। বন্ধনী, সুমিষ্ট বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শনের ধর্ম থেকে যুগের এবং সম্প্রদায়ের একটি ধারাবাহিকতার ধুঁই পথে যেয়েছিলেন, ধুঁই পথে যেয়েছিলেন এমন এক আদর্শের যা করবে তাঁর আদর্শমাত্র নয়, জন্মে বন্ধন রূপে ইহাদিদিক রূপে।

এই তিনি বলেছেন, যুগল্য বা সমাজ ধর্মের মধ্যে দুই ধর্মের বাধাও একটি ইহাদিদিকরত্ব ধর্মবাদ, একটি ইহাদিদিক ধর্মবাদ সত্যিত্ব। এমন ভাবতের সাহায্যে তাঁর সময়ের মধ্যে সুমিষ্ট বিবেকানন্দের অবদান পার্থক্যপূর্ণ হয়। লোক যার এই সাহায্যের সামাজিক সুনামটি।
বন্ধুপ্রিয় জ্ঞানী বিশ্বেশ্বর হ্যামিল্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি একবার জ্ঞানী বিশ্বেশ্বরকে বলেছিলেন, আমি পাড়ে রেঁটে সমস্ত ভারত ভিত্তিক করে ভারতীয় রাজনীতিকে একটি করতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বর্তমান সময়ে সমস্ত পতাকা ঘাঁটিয়েছি, দেশটা ঘরে পৌছে।

সমাজবিজ্ঞান সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আরো পরিণত হয়ে ওঠে পশ্চাত দুর্গন্ধের মধ্যে। ১১০০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে শ্যামস সম্পাদনা করে পিঠার উপস্থিতির সাথে সামান্য হয়। ৫২ হুর্কে-দ্বন্ধ্যনাথ দত্তের মতে এই সাময়িকীর ভারত সাধারণ প্রতি তনু রাখে বৃহৎ ঘটিয়েছিল। ৫৪ যদিও এই তত্ত্বের নিয়ে পার্থক্য আছে।

স্নায়ু বিবেকানন্দের আলোচনায় যে সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ঘটনায় ছিল সংক্রামিত হয়েছিল তার বৈষম্য জ্ঞানী বিবেকানন্দের মধ্যে। জ্ঞানীর সমাজ-বিজ্ঞানের প্রথম পর্যায় পাতিক পত্রিকা সম্পাদনা প্রচারিত হয় ইংরেজি পত্রিকায়, তিনি পাতিক পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত হন করেছিলেন, ৫৯ এবং পত্রিকার চর্চার ফোকাস ও নাম্বারের প্রতি তার মূল ধারের দৃষ্টিকোণের নির্দেশ ও প্রতিরূপ করতেন এবং জ্ঞান প্রসার করতেন পত্রিকার 'Sequences' -এর উপর নিশ্চিত বিষয়ের বার্তা ভারতীয় চিন্তাধারায় বান্ধব হয়। তিনি মন্ত চন্দন, The Sociological Method in History' -এ লিখেছেন, 'Professor Patrick Geddes is a Western Sociologist whom I have often wished to see in India. That is to say, I have wished that his mind, and his methods of classification, might be brought to bear in all their fullness on our Indian problems. And yet, if we could send to him in the west a few earnest disciples to master his methods and apply these for themselves, it might be still better, for it is perhaps preferable that a sociological outlook which is full of hope and encouragement for India and her people should be wholly free from the personal bias which might arise from his own direct experience and sympathy.'

৫৪
উপরিতৃতঃ প্রত্যেকে ঘোষণা যাত্রা নির্দেশ দাবিতের সম্পর্কে তারতম্য আলোচনায় এবং চতুর্থী উপায় ছিলো। "ধাতবাহিক গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ও নেতৃত্বের এস.এইচ. দুই, নেতৃত্বের 'প্রাক্তন নিযুক্তি' পত্রিকায় নিবেদিতর দেখাতে শেষ দেখায় (ইন্দোনেশিয়া পত্রিকায় ১৯১২ সনের আগে উপস্থিত)। নিবেদিতর উপদেশের দুই রহস্যময় ছিলো মা। সম্প্রতি পাশাপাশি পাশাপাশি জন্ম প্রক্রিয়া হবে, এই ছিল তার ধারণা। কোথায় এবং কবের প্রমাণিত তিনি করিয়েছিলেন, সম্প্রতি-বিভাগের দিক দিয়ে জাতীয় সরকারের বিচারের প্রয়োজন অর্জিত করেছিলেন।

...

জাতীয় সরকার যে সময় তিনি প্রবন্ধাতে উঠে আসেন, তখন তিনি পাশাপাশির কাছে জাতীয় ব্যাপারে।

১৯৩৫ সালে স্মৃতি বিবেকানন্দের সদে প্রাক্তন পেড়েদের দেখা ও আলোচনা হয়। পেড়েদের কাছে নারী শাখার মহাজাতিক বিশ্বব্যাপী আলোচনা করে। প্রাক্তন পেড়েদের সহায়তায় বিলাতের পাল, "১৯৩৫ সালে পেড়েদের চিন্তাপ্রদী চারু কাছে স্মৃতি বিবেকানন্দের দেখা পান - এবং তার নিষেধ বুঝিতে পারে।"

ভদ্রলীল নিবেদিতার প্ররক্ষেতে স্মৃতি বিবেকানন্দের কবিতার জ্যোতি ভূপেশ্বরীতে দেখিতে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করেন এবং তার লিখিত, 'Swami Vivekananda: Patriot-Prophet'. বইটিতে স্মৃতি বিবেকানন্দের সমাজজাতিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরেছেন, যেমন স্মৃতি বিবেকানন্দের জাতিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা।

এস.এইচ. রাষ্ট্রীয়, ইন্দোনেশিয়া সমাজজাতিক বিশিষ্ট নিবেদিতার গব্যতিশ বংশ ছিলো। ভর্তরা রিভিউ, কর্মবিশ্লেষন, সেটাইন্দোনেশিয়া পত্রিকায় নিবেদিতা হয় সমাজজাতিক আলোচনা করেছেন। স্মৃতি বিবেকানন্দের সমাজ সম্পর্কে আলোচনায় নিবেদিতার রচনাই এই করণের প্রাগীতিক যে নিবেদিতা তার রচনার স্থান দিয়ে বিবেকানন্দের প্রথম প্রশ্ন বিশ্বাস করেছেন। স্মৃতি বিবেকানন্দের কর্মবিশ্লেষণ রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ যে সম্প্রচার আর সংযোজন করেন তাকে ব্যাখ্যা করেছেন নিবেদিতা। বর্তৃত বিবেকানন্দের সমাজজাতিক চিন্তাধারার প্রথম পরম্পরাগত ভদ্রলীল নিবেদিতা, স্মৃতি বিবেকানন্দ
'বর্ধন ধরত' নামক প্রথম জাতবর্ধন সময়ে যে জালিচ্ছক করেছেন এবং 'Historical Evolution of India' -এ ভারতীয় ইতিহাসের যে বিবরণের কার্যকে তুলে ধরেছেন তার সমাজসৃষ্টি ব্যাখ্যা আপনি নির্দিষ্ট The Web of Indian Life এবং 'Footfalls of Indian History' নামক শব্দের দুটিতে পেয়ে আসে।

নির্দিষ্ট পরবর্তীতে আমার মাধ্যমে বিনয় সরকারের আলোচনায় বিবেকানন্দের সমাজবিজ্ঞানের দিকে পরিপূর্ণ পাই, 'নির্দিষ্ট বিনয় সরকারের সামাজিক ইচ্ছা চন্দ্র পরিপূর্ণ করছিলেন।' বিনয় সরকার সামাজিক বিবেকানন্দের সঙ্গে সমাজসৃষ্টি এর পুনরুদ্ধার সত্যাঙ্গ হয়ে পেয়েছে। তিনি বলেছেন বিবেকানন্দের বাসস্থান সামাজিক চরিত্রের (Collective Conscience) ধারণার সমর্থন।

বিনয় সরকার তার সমাজসৃষ্টি আলোচনায় গৃহীত প্রতিষ্ঠিত রাজকুমার পঞ্চ এবং রাজকুমার মিশনের দুটি পুনরুদ্ধার, 'প্রুথ বরত' এবং 'উদ্ধার' কে সমাজবিজ্ঞান আলোচনার একটি উৎস বলে বর্ণনা করেছে। তার জামাই, 'রাজকুমার মিশন' শিবাল প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মজী বিদ্বেষের পূর্ব হইতেই এই মিশন সমাজসৃষ্টির জন্য আমার কাজ। সেইমাত্র সমাজবিজ্ঞানের দর্শন। রাজকুমার মিশন উদ্ধৃতি হইতে সুবেশ মিশন উদ্ধৃতি হইতে। সেইমাত্র এই প্রতিষ্ঠার জন্ত, ফি-এ ১৩২ সনে ইতা বর্ধন বংশের প্রতিষ্ঠা নাড় করিয়াছে। রাজকুমার মিশনের পুনরুদ্ধার 'প্রুথ বরত' নামক ইতিহাস পত্রিকা ১৮১৫ সনে প্রকাশিত হয়, পত্রিকা-প্রাক্তন পুনরুদ্ধার সমাজসজ্জার এবং বর্তমান উপায়, কীৰ্ত্তিকী প্রস্তুতি ইতার

বিশেষ সামাজিক রাজকুমার মিশন প্রচেষ্টা এবং সমাজসৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলি প্রচেষ্টায় ইতায়ে আমি মারা যাবে কেন। চিত্তবিদ্যা, চিকিত্সাবিদ্যা, ধর্মবিদ্যা সমাজসজ্জায়িত এবং বিচিত্র চিকিৎসার চাইনি প্রচেষ্টায় তাম সবাধ্যায় পরম্পরা এই পরিকার পুনরুদ্ধার করে। ধর্মবিদ্যা বিচিত্র লেখায় এক বিদ্যার বা দেহ ডাক নেমে।

উদ্ধার জীবন-বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী বিচারের শর্ত সাধিতে। বিচারের ইয়ে মে, শিক্ষিত ও মাথায় সম্প্রদায়ের সমাজসৃষ্টি-চর্চা এই পরিকার পূর্ব প্রচেষ্টায় করি। ১৮১৮ সনে হইতে মিশন 'উদ্ধার' নামক একাধি বলা যায় পরিচালনা করিয়া আসিয়েছে।
জার্মানি সমভাষিত পোলিষ নেতাদের প্রদেশ একাদশ সরকারের সমালোচিত বিদ্যুত
পরমযোগ সমুচ্ছয় জার্মানির ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সেবকদের প্রতি প্রত্যায়িত
সূচনা বর্ধিত নির্বাচন করিয়াছে। প্রথমে জার্মানি সমভাষিত চীনের সংকল্পের কর্তৃক রাজনীতির
ক্ষেত্রে সমভাষিত প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত স্বাধীন করিয়াছে (প্রাক্তনসন্নিধ তুলনা)। তাঁ-এর নাম
'রাইন উ-টি সারসিনিলানী'। 'স্বীকৃষ্ট ভাষাই' ও 'বিবেকানন্দ দার্শনিক মোহন-বাহার
গুরুর কর্তৃত্ব দ্বারা সম্পর্ক প্রকাশের উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়াছে তাঁ এই পদ প্রাপ্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে
রাজনীতির মূল সংখ্যাত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ও স্বদেশী সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগসূত্র
নির্মাণ এবং ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্রষ্টিকূল সারসিনিলানী নাতুর বিভিন্ন বিদ্যুতের পরমযোগের সমান সমভাষিত সরকারের সাথে সমভাষিত পরিবর্ধন সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন প্রকারের সমভাষিত সরকারের সাথে সমভাষিত পরিবর্ধন সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টিকোণ। তিনি এই চেষ্টায় তাঁর সাথে সারসিনিলানীর সাথে সমভাষিত পরিবর্ধন সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টিকোণ।

প্রথমে দেখিলে ইন্দ্ৰ, সমভাষিত সরকারের সাথে এই সারসিনিলানীর সাথে সমভাষিত পরিবর্ধন সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টিকোণ। তিনি এক মূল ধরণের সমভাষিত সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জনতার চেেং পরমাণুর পথে প্রথম সরকারি প্রবন্ধ সম্পাদনের দৃষ্টিকোণ তাঁর সাথে সমভাষিত পরিবর্ধন সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টিকোণ। তিনি এক সরকারি প্রবন্ধ সম্পাদনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জার্মানির সবচেয়ে বিশাল উন্নয়নের ইতিহাসে একটি পর্যায়ে এই মূল সরকারির একটি উন্নয়নের স্থান প্রণয়ন করেছেন। সরকারি সমাজের প্রতিষ্ঠা রায়কুশ্যাল এবং রায়কুশ্যালের প্রতিষ্ঠার, একটি সমুচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠার, যার এই পথের 'বনের বেদ-অদেক ঘরে আলাদা' প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। এই প্রচেষ্টার আধায়িত্তের উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র ধারাবাহিক তত্ত্বপন্থীর প্রচেষ্টায় নিজে আধায়িত্তের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করে। এক বিধাতা মোহনান্দ
বৃষ্টিজীবী বোধনেছেন,
"The most important feature of asrams of the modern type is combination of religious activities proper with social and charitable functions. The latter was entirely absent in medieval Hindu asrams and is a novelty introduced by Swami Vivekananda." 64

জনরিকের কার্যগ্রহণে, গৃথি বিবাহকর-র ঐই কৃত্তিকে ময়দাবিজানী G.S. Ghurye এর 'Indian Sadhus' গ্রন্থে দৃষ্টান্ত করেছেন। বাস্তবিকই রাজকুমার এবং বিবাহকর-র ব্যবহার 'আধ্যাত্মিক' এবং 'মানুষিক' ফেরের পথে পার্থক্য দৃশ্য করে না। জীবনের প্রতিটি কার্যে ভারতীয় 'বেদ-ব' দর্শনের প্রতীকে বিবাহকর-র 'অববাহনা-২' বলে প্রতিষ্ঠান করেছেন। নিবেদিতা গৃথি বিবাহকর-র রচনাবলীর ভূমিকায় নিধরণেন,

"ইহাই জীবনের প্রদর্শনের জন্য যথার্থ, এখানেই চিনি যে শুভ, প্রচার ও পাঠকাদের মিয়নেই রইলো এখানে আমি, প্রতীক এবং ভবিষ্যদেশের। হয় এবং এই যথার্থ অক্ষরে হয়, তাই হইলে উৎসাহ সকল উদাসনা প্রতিকৃতই নয়, সম্ভবতঃ সকল প্রকার প্রতিকৃতি, সকল প্রকার প্রচারণা, সকল প্রকার মৃত্তিকারী সত্য-সত্যির কথা, তাই হইলে আধ্যাত্মিক ও প্রাণি - এই হেথে তার ধর্ম নাম না, কার্যকর পরিপূর্ণ করাই প্রথম। যদি করাই প্রথম কর, সপ্ত জীবনের ধর্মকর্ম হইয়া যায়। যেসন ও সম্প ধারণ ও বিষয়ের প্রত্যাখ্যান।" 65 এই নতুন ধরনের সমর্থনের সংগঠন যেখানে প্রাণিক ফেটে পুরুষ দেওয়া হয়েছে, তা বিবাহকর-র জন্ম।

গৃথি বিবাহকর-র সম্প্রদায়ের জন্য সমাজসম্পর্কে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরে অভিজ্ঞ, চিনি যথার্থ পাঠান হিসাবে হইতে পাশের পথে সমাজতন্ত্র চিতায়ারাজ সু- প্রকাশ দার করেছেন। বিশেষ করে বিবর্ধনের অনুপ্রাণন মধ্যে তিনি ভারতীয় পূর্বাহ্য প্রচারণায় ভিত্তি করে জাগ্রত এবং জীবনের বিবর্ধনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আবার এইসকলে
দেহিয়েছেন যানুকের জীবন এবং সমাজ একই বিরতির পথ ধরে এগিয়ে চলে। তার জন্যে আলোচনায় আমরা সমাজবিরতির সূচনা দেয়ে থাকি। তাই আমরা বন্ধ হয়, তিনি সামাজিক আলোচনা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়েছেন এবং সমাজ নিরূপণের জন্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সম্প্রদায়ের মৌলিক ধারাটিকে চুল ধরে চেয়েছেন।


3. যদিও অনেকে ঘর করে কার্যক্রমে ইন্ডিয়া মুঘলের পথে ধরন-ধরনের আপত্তি থাকে যে, অনেকটা উইলেলের মতে এমন জাতীয়তার প্রথম ধরন-ধরনের স্বর্ণ যুগ-খুলনা হয়। পিনারক্কুচর রায়চৌধুরী। পৃ. ২৫৫-২৫৬


6. প্রাপ্তি বিবেকানন্দ, উপপুষ্পকম্য দত্ত, পৃ. ২

7. Socio-political views of Vivekananda, pp. 2-3.

8. প্রাপ্তি বিবেকানন্দ, বাংলা ও রচনা, ৩য় খ-এ, পৃ. ৬২

9. " " পৃ. ২৫৬

10. " " পৃ. ২৫৭

11. " " পৃ. ২৫৬

12. " " পৃ. ২৫০

13. " " পৃ. ২৫৬-২৫৭

14. " " পৃ. ২৫০


16. প্রাপ্তি বিবেকানন্দ, ড. বুধেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৪৭

17. " " পৃ. ৬২
10. Vivekananda, the Prophet of Human Emancipation, Santwana Das Gupta.
11. মুনোমুক্ত বিবেকানন্দ, ১য় খণ্ড, পৃ: ৯
15. Ibid, pp. 49-59.
17. প্রাচীন বিবেকানন্দ: পশ্চিমী ধর্মচ্ছন্ন ও জেনের দৃষ্টিতে, প্রাচীন পুরাণগান, পৃ: ৬
18. অদৃঢ়, পৃ: ৫৬
19. নিবেদিতা রায়কুমার, পঙ্কজ রূপগ্রাম বসু, ২ খণ্ড.
61. বিবেকানন্দ ও মহাকালী জাতরস্মী, ৫য় খণ্ড, পৃ: ১০৭

72. "This idea is extremely important and relevant today in the interests of the struggle for diffusing international tension and of the fight against the threat of thermo-nuclear war, for the sake of survival of life on this earth."


73. বিনয় সরকার, রূপকস্রিয় বিবেকানন্দের সমাল্পের, বুদ্ধিমত্তে পরিপূর্ণ ধর্ম, (অনুবাদক) বিদ্যামূর্ত, পুস্তক সংস্থান, ১৯৬৮, p: ৭১


76. পলেশ্বর দেশীয়, সামাজিক চিত্তাভাবের ইতিহাস, প্রচ্ছদ্র রাজা পুস্কর পর্যন্ত, p: ১৭৪-১৭২


78. দ

79. দ

80. দ

81. শ্রীমী বিবেকানন্দের বালী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খ-তৃত্তীয়, p:

82. বালীর বিশ্বাস সমাধ, বিনয় ঘোষ, পুলিশ ও সর, বিদ্যামূর্ত, ১ম খণ্ড, ১৭৬৬, p: ২০

83. দ, p: ১০২-৬
88. Surendra Sharma, Sociology in India, a perspective from Sociology of Knowledge, pp. 9-16.

89. Bela Dutta Gupta, Sociology in India, pp. 1-5. Centre for Sociological Research, 1972

90. Bela Dutta Gupta, Sociology in India, Intro.

91. বেলা দুট্টা গুপ্তা, Sociology in India, Intro.

92. ভূপেদন্তনাথ দত্ত, ঘৃণাগীতিক, পৃ. ১৪-১৫

93. ভূপেদন্তনাথ দত্ত, ঘৃণাগীতিক, পৃ. ১৭৭

94. They were, nevertheless, sociologist and not social philosophers. And they analysed social facts in a wholly secular manner, Bela Dutta Gupta, Sociology in India, Intro.

95. I am sure, definitely strengthen the claim of Sociology in India right from the last century. In that sociology in the west and in India is almost contemporaneous, Bela Dutta Gupta, Sociology in India, Intro.

96. খণ্ডীরাম ঘৃণা, ঘৃণাগীতিক বিবেকন-দ, পৃ. ৫২, ১ খ-ত


98. ঘৃণাগীতিক বিবেকন-দ, ঘৃণাগীতিক, পনাবিষ্ণু রামচন্দ্র ঘৃণাগীতিক, পৃ. ৮

99. শংকরলীলাদাস, রসরিদিতা লক্ষ্মীর, ১য় খ-ত, পৃ. ৫৭


101. শংকরলীলাদাস, রসরিদিতা লক্ষ্মীর, ২য় খ-ত, পৃ. ১৭৬

102. Atmaprana Pravrajika (ed.), Sister Nivedita's Lectures and Writings, Ramakrishna Sarada Mission, p. 57.
৫১. শঙ্কর রীনকাদ রূপ, নিবিদ্ধ লাওকাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২

৫২. শঙ্কর রীনকাদ রূপ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ০১১

৫৩. বিনয় ঘোষ, সাজেশন, সমাজবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ, চৌ-বর্গ চাটার্ডি অ্যান্ড ঋচর নিং, ১৯৬৮, পৃ: ১০ - ১১


৫৫. মৃণাল সাবেশ্বরানন্দ, পার্কস ও বিবেকানন্দ, ১৯৮৪।


৫৭. মৃণাল বিবেকানন্দ, বাগী ও রচনা, দুইগল